দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..0 3. D.E.C..1995 ... ..
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

37

কাশিয়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

উন্নয়ন তহবিল ও ভুয়া শিক্ষকের নামে ২ লাখ টাকা আত্মসাৎ

গাইবান্ধা, ২রা ডিসেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– প্রধান শিক্ষকের অদক্ষতা, অযোগ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও চরিত্রহীনতার কারণে পলাশবাড়ি থানার কাশিয়াবাড়ি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়টি এখন অচলাবস্থার সম্মুখীন। শিক্ষার পরিবেশও ঝিমিয়ে পড়েছে। ওই বিদ্যালয়ের উন্নয়ন তহবিল ও দু'জন ভুয়া শিক্ষকের নামে উত্তোলিত সরকারি অনুদানের প্রায় দু'লাখ টাকাও আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি অভিযোগলিপিতে জানান, প্রধান শিক্ষক রজ্জব আলী মন্ডলের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে উন্নয়ন তহবিল ও দু'জন ভুয়া শিক্ষকের নামে সরকারি অনুদান তুলে আত্মসাতের ব্যাপারে জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে লিখিত অভিযোগ করা হলেও তা বিশেষ ব্যবস্থায় ধামাচাপা পড়েছে।

অভিযোগলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে না– এমন দু'জন ভুয়া শিক্ষকের নামে ৭ বছরে সরকারি অনুদান বাবদ প্রায় ৯০ হাজার টাকা উত্তোলন ও আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই দু'জন ভুয়া শিক্ষকের নাম আবদুল কুদ্দুস ও মোখছেদার রহমান। এর মধ্যে আবদুল কুদ্দুস ১৯৯৩ সালে সরকারি চাকরিতে যোগদানের আগেই সহকারী শিক্ষকতার পদে ইস্তফা দেন। তদুপরি প্রধান শিক্ষকতাকে খাতা কলমে কর্মরত দেখিয়ে তিন বছরের সরকারি অনুদান তুলে নেন। অপর শিক্ষক মোখছেদার রহমান এই বিদ্যালয়ের আদৌ শিক্ষক নয় কিংবা নেই। তবুও তাকে বিএসসি সহকারী শিক্ষক দেখিয়ে তার নামেও ৪ বছরের সরকারি অনুদান তুলে নেয়া হয়।

এছাড়া ১৯৯৩–৯৪ অর্থবছর স্থানীয় সংসদ সদস্য ডঃ টিআইএম ফজলে রাব্বি চৌধুরীর নিকট থেকে দু'কিস্তিতে ৪০ হাজার টাকার অনুদান মেলে। বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে এই অর্থ খরচ করার কথা থাকলেও তা এখনো করা হয়নি। চলতি সালে বিদ্যালয়ের শূন্যপদে তিনজন শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের কাছ থেকে ডোনেশনের নামে ৯০ হাজার টাকা গ্রহণ করা হলেও তা উন্নয়ন খাতেও খরচ হয়নি। সংরক্ষিত তহবিলেও জমা নেই। ১৯৮৯ সালে এই বিদ্যালয়ের সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ আত্মসাতের একটি অভিযোগ ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত আত্মসাৎকৃত অর্থের কিয়দাংশ উদ্ধারের পর বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। প্রধান শিক্ষকের অযোগ্যতা ও খামখেয়ালিপনায় ১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণ করেও একজন ছাত্র প্রবেশপত্র পায়নি। পরীক্ষাও দিতে পারেনি। তার নাম মোঃ দেলজার রহমান।

একই অভিযোগলিপিতে প্রধান শিক্ষকের চারিত্রিক ত্রুটির কথা তুলে ধরা হয়। তার এই চারিত্রিক ত্রুটির কারণে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অনেক ছাত্রছাত্রী অন্যত্র চলে গেছে। ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কমে গেছে। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকাই এর প্রধান কারণ।

অভিযোগকারীরা এসব অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিকার চেয়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালকের আশু হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।